নতুন বছরে মন্ত্রীসভায় রদবদল – ওবায়দুল কাদের

নতুন বছরে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন হতে পারে বলে জানিয়েছেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, সময়ে সময়ে ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) পুনর্গঠন হয়। দেখুন, নতুন বছরে হয়তো কিছু হতে পারে।

আজ রবিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন।

শেখ পরিবারের কেউ কমিটিতে আসতে পারে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তারা নিজেরাই আসতে সম্মত নন। শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল, ববি, রুপুমতি এরা কেউই… এদের পরিবারের সিদ্ধান্ত। এখন পর্যন্ত আমি যতটুকু জানি, এবারকার নেতৃত্বেও কেউ আসবেন- এমন কোনো ইঙ্গিত আমি পাইনি।

উল্লেখ্য, গত ২০ ও ২১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। তবে এখনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়নি। দল ও সরকারকে আলাদা করার বিষয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনাও ছিল। তার মধ্যে সরকারের মন্ত্রিসভার ছয়জন সদস্য কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন। সূত্র: কালের কণ্ঠ

সভাপতি শেখ হাসিনা, সাধারণ সম্পাদক কাদের

সব জল্পনা কল্পনার অবসান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হল, তাতে সভাপতি পদে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদেরই পুনর্নিবাচিত হলেন।

আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শনিবার কাউন্সিল অধিবেশন শেষ পর্বে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের নির্বাচিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির ওপরই আগামী বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং পরের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচি সফলভাবে শেষ করার ভার থাকছে।

তীব্র শীতের কারণে এদিন দলীয় সভাপতির নির্দেশনায় কাউন্সিল অধিবেশনের কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়। নতুন কমিটি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা বিকালে হওয়ার কথা থাকলেও তা সেরে ফেলা হয় দুপুরেই।

রেওয়াজ অনুযায়ী দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করলে মঞ্চে আসে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুনের নেতৃত্বে এ কমিশনের অপর দুই সদস্য হলেন- উপদেষ্টা মসিউর রহমান ও সাইদুর রহমান।

দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল মতিন খসরু সভাপতি পদে আবারও শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন। তাতে সমর্থন দেন সভাপতিমণ্ডলীর আরেক সদস্য পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য।

অন্য কোনো নামের প্রস্তাব না থাকায় ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শেখ হাসিনাকে টানা নবমবারের মত সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

নেতৃত্ব দিয়ে আসা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার এখনও কোনা ‘বিকল্প নেই’। ফলে সভাপতি পদে যে কোনো পরিবর্তন আসছে না তা আগেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। আলোচনা ছিল মূলত সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে।

নির্বাচন কমিশনের সামনে সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদেরের নাম প্রস্তাব করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক। আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান তাতে সমর্থন দেন।

এই পদের জন্যও অন্য কোনো নামের প্রস্তাব আসেনি। ফলে ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন সাধারণ সম্পাদক পদে কাদেরকেই নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

নতুন কমিটিতে যারা
নতুন কমিটির সভাপতি শেখ হাসিনা এরপর সভাপতিমণ্ডলী, উপদেষ্টা পরিষদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ

কয়েকটি পদে নাম প্রস্তাব করে কাউন্সিলের সম্মতি নেন। সভাপতিমণ্ডলীতে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই জানিয়ে শেখ হাসিনা নতুন তিনজনকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন।
তাতে গত কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান ও সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান সভাপতিমণ্ডলীতে স্থান পান।

আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে সভপতি শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ছবি: সাইফুল ইসলাম কল্লোল আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে সভপতি শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ছবি: সাইফুল ইসলাম কল্লোল পুরনো

সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, কাজী জাফর উল্যাহ, সাহারা খাতুন, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক খান, রমেশ চন্দ্র সেন, আবদুল মান্নান খান ও আবদুল মতিন খসরু।

উপদেষ্টা পরিষদে আগের কমিটির সদস্যদের নাম পড়ে শুনিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এবার যেহেতু উপদেষ্টার দশটি পদ বাড়ানো হযেছে, বাকিদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

পুরনো যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ, দীপু মনির সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছেন সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

কোষাধ্যক্ষ পদে এবার নতুন কারও নাম ঘোষণা করেননি শেখ হাসিনা। এইচএন আশিকুর রহমান দীর্ঘদিন ধরেই এ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে আগের কমিটির আহমেদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাহী কমিটির সদস্য এস এম কামাল হোসেন ও মির্জা আজমের নাম।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক। উপ দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া এবার পুরো সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। আইন বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বে এসেছেন নজিবুল্লাহ হিরু। মেহের আফরোজ চুমকি পেয়েছেন মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের পদ।

এছাড়া আগের কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে শাম্মী আহমেদ, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন মৃণাল কান্তি দাস, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশীদ, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন শামসুন নাহার চাঁপা, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা এবারও একই দায়িত্বে আছেন।

যেসব পদে নাম ঘোষণা হয়নি, পরে আলোচনা সাপেক্ষে সেসব পদ পূরণ করা হবে বলে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা জানিয়েছেন। আর ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আগামী দুই এক দিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়ে যাবে বলে তারা আশা করছেন।

সম্মেলন শেষে ধানমণ্ডিতে এক ব্রিফিংয়ে কাদের বলেন, “পূর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। ৮১ জনের যে কমিটিটা ছিল, সেটা সুন্দর কমিটি, অ্যাকটিভ কমিটি ছিল, নন পারফর্মার ছিল না।

“অনেকে ছিল যাদের নেত্রী ভারবাহী করতে চাননি, যাদের মন্ত্রিত্ব আছে, তেমন অনেকেরই হয়ত (দলে) দায়িত্বের পরিবর্তন এবার হবে। সেটা আজকেও আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

“কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নতুন মুখ আসবে, দুই-একদিনের মধ্যেই সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঘোষণা করা হবে।”

দলীয় সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণার পর মঞ্চে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আসলে আমি চাচ্ছিলাম যে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের দায়িত্বে ছিলাম, অন্তত আমাকে একটু ছুটি দেবেন।

“৩৮টা বছর ৩৯ বছর চলছে। আমি কোনো পদে থাকি না থাকি, আওয়ামী লীগেরই আছি আওয়ামী লীগেরই থাকব। এটাই আমার পরিবার।”

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় ছয় বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে দলের হাল ধরেছিলেন শেখ হাসিনা। সে কথা মনে করে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি।

“৭৫ সালে বাবা-মা-ভাই-বোন সব হারিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছিলাম। যেদিন দেশে ফিরেছিলাম সেদিন দেখেছি আমার আপনজন কেউ নেই, যাদেরকে রেখে

গিয়েছিলাম। পেয়েছিলাম বিশাল একটা পরিবার, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।”

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মীর স্নেহ, ভালোবাসাই তার চলার পথের শক্তি, অর্থসম্পদ নয়। আওয়ামী লীগ নেতা বানিয়েছে বলেই তিনি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পেরেছেন।

আগামীর জন্য নতুন নেতা খুঁজে নেওয়ার তাগিদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, “আপনাদের সামনে ভাবতে হবে। কারণ আমার বয়স হয়ে গেছে। আমার অলরেডি ৭৩ বছর বয়স, এটা ভুলে গেলে চলবে না। কাজেই আস্তে আস্তে

এই সংগঠনকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আগামীতে নতুন নেতা আমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে।”
গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন

আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় কাউন্সিল থেকে সহযোগী সংগঠনের মর্যাদা পেয়েছে আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ। সহযোগী সংগঠনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটে।

বাকি সাত সংগঠন হল- যুবলীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগ, তাঁতী লীগ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মৎস্যজীবী লীগ হলো সহযোগী সংগঠন। এছাড়া জাতীয় শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন হিসেবে স্ব স্ব গঠনতন্ত্র অনুয়ায়ী চলবে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও আওয়ামী আইনজীবী পরিষদকে একীভূত করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নামে সংশোধন করা হয়।

গঠনতন্ত্রে দলের ডেটাবেইজ করার কোনো উল্লেখ না থাকায় এবার গঠনতন্ত্রে নতুনভাবে তা যুক্ত করার জন্য সমর্থন চান শেখ হাসিনা। কাউন্সিলরদের সমর্থনে তার গঠনতন্ত্রে যুক্ত হয়।

অপেক্ষায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলররা, কেমন হবে নতুন কমিটিঅপেক্ষায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলররা, কেমন হবে নতুন কমিটিশীতের দাপটে কাউন্সিল শেষ ৩ ঘণ্টায়

শনিবার সকালে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু করে বিকালে নির্বাচন শেষে নতুন কমিটি ঘোষণা করার কথা ছিল সূচিতে।

কিন্তু তীব্র শীতের কারণে কাউন্সিল অধিবেশনের সভাপতি শেখ হাসিনা সকালে তার উদ্বোধনী বক্তব্যে কাউন্সিল অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করার কথা বলেন। সে অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টায় অধিবেশন শুরু করে বেলা দেড়টায় শেষ করে দেওয়া হয়।

সকাল ১০টায় অধিবেশন শুরুর কথা থাকলেও কাউন্সিলররা রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে অধিবেশনস্থলে আসতে শুরু করেন সকাল ৮টা থেকেই। নেতাকর্মীদের অনেকে ভিড় করেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের গেইটের সামনে। ফলে সেখানে উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

কাউন্সিল চলাকালে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কোষাধ্যক্ষ আশিকুর রহমানের পেশ করেন বাজটে। পরে গঠনতন্ত্রের সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

অধিবেশনের সভাপতি শেখ হাসিনা তৃণমূল থেকে আসা কাউন্সিলরদের বক্তব্য শুনতে চাইলে কয়েকজন কথা বলেন।

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাকসুদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “দলে অনেক অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে, যাদের জন্য আমরা বিব্রত। দলের অনেকেই এই অনুপ্রবেশ কারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, সে বিষয়টা নেত্রী আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

“দলে যারা দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আপনি ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছেন, সেটা আরও জোরদার করবেন বলে আশা করি।”

মাকসুদ বলেন, “সম্প্রতি রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম এসেছে, আমি অনুরোধ করব রাজাকারের তালিকায় যেন মুক্তিযোদ্ধার নাম না আসে, তেমনি মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় যেন রাজাকারের নাম না আসে। সে বিষয়েও আপনি খেয়াল রাখবেন।”

কুমিল্লা উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, “আমার জেলায় যারা রাজাকারদের ঢুকিয়েছে, আমি সেই রাজাকারদের দলে রাখব না। এর জন্য নেত্রী আপনার সহযোগিতা চাই। আমি আওয়ামী লীগের ঘরে জন্ম নিয়েছি, আমি ছাত্রলীগ করে এখানে এসেছি, আমি রাজাকার আলবদরদের দলে রাখব না। আমি আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেব।”

রেওয়াজ মেনে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করলে মঞ্চে আসে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের সভাপতি হন শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক হন ওবায়দুল কাদের।

নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক মঞ্চে আসার পর শেখ হাসিনা বক্তব্য শুরু করেন। তার আবেগময় বক্তৃতায় পুরো কাউন্সিল অধিবেশন স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরে সভাপতিমণ্ডলী, যুগ্ম সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। স্লোগানের আর করতালিতে নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানান কাউন্সিলররা।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কিছুক্ষণ পর

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কিছুক্ষণ পর। সম্মেলনের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হয়েছেন নেতাকর্মীরা। সম্মেলনে বিকেল ৩টার দিকে আসবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেকেই বর্ণিল সাজে উপস্থিত হয়েছেন সম্মেলনস্থলে। প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ।

আজ শুক্রবার সম্মেলনস্থলে দেখা যায়, হাজার হাজার নেতাকর্মীকে সম্মেলন উপলক্ষে জমায়েত হয়েছেন। তাদের জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে সম্মেলনস্থল। বর্ণিল সাজে সেজেছে পদ্মা সেতু, নৌকা, স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ডামি সজ্জিত মঞ্চ।

সম্মেলনে অংশ নিতে আসা আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা রাজধানীর রমনা পার্ক এলাকায়ও ভিড় জমিয়েছেন। একইসঙ্গে সম্মেলনস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিশুপার্ক সংলগ্ন গেটেও

অবস্থান নিয়েছেন তারা।

সম্মেলন ঘিরে এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মৎস্য ভবন এলাকা থেকে শাহবাগ পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবস্থান নিয়েছেন। একইসঙ্গে মৎস্য ভবন থেকে শাহবাগ এলাকা পর্যন্ত যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে।

নতুন কমিটি না হওয়ায় সাংগঠনিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে

কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনার ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি দেওয়া হয়নি। এছাড়া গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটির মেয়াদও শেষ হয়েছে।

ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আসছে না বলে মন্তব্য করেছে ছাত্রলীগ নেতারা। তবে চলতি মাসেই নতুন কমিটির দেওয়ার আশ্বাস দিলেন জেলা কমিটির সভাপতি-সম্পাদক।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুলাই মাসে ২২ তারিখে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও একই মাসের ৩০ তারিখে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা করে জেলা ছাত্রলীগ।

কলেজ ছাত্রলীগকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার জন্য নতুন কমিটির বিকল্প নেই বলে মনে করছেন কলেজ ছাত্রলীগ নেতারা।
মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি প্রার্থী আদিপ হোসেন আসিফ বলেন, কমিটি ছাড়া সংগঠন সঠিকভাবে চলতে পারে না। মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়েছে কয়েক মাস আগেই। এখনো নতুন কমিটি দেওয়া হয়নি। দলকে আরও গতিশীল করতে নতুন কমিটির বিকল্প নেই।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী দুলাল মাহমুদ বলেন, কমিটি না থাকায় আমরা কোন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করতে পারি না। প্রোগ্রাম করতে গেলে

সকলের অংশগ্রহন হয়না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আমরা চাই আমরা একটি শিকলে আবদ্ধ থাকতে। সে জন্য প্রয়োজন কমিটি। আমরা জেলা কমিটির কাছে আহবান জানাচ্ছি যত তাড়াদাড়ি সম্ভব সকল মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নতুন করে দেওয়া হোক।
এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ছাত্রলীগ নেতা জানিয়েছেন, কলেজ শাখা কমিটির জন্য আদিপ হোসেন আসিফ ছাড়া কাউকেই সভাপতি পদে প্রাথর্ ◌িদেওয়া হয়নি। তবে সাধারণ সম্পাদক পদে অনেকেই প্রার্থী হয়েছেন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল এ বিষয়ে বলেন, মেয়াদ শেষ হওয়া সকল কমিটি চলতি মাসেই দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। গাংনী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই কমিটির মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে গাংনীতেও নতুন কমিটি দেওয়া হবে। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম থেকেই আশা করছি সব ইউনিটে নতুন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন বলেন, আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে। আগের সভাপতি-সম্পাদককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এজন্য আমাদের বেশ কয়েকটি মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দেওয়া হয়নি। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করেছি। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলনের পরেই সবকটি মেয়াদ শেষ হওয়া কমিটিতে নতুন কমিটি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি দেওয়ার জন্য প্রার্থীদের জীবন-বৃত্তান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলো যাচাই বাছাই করে স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে নতুন কমিটি ঘোষনা করা হবে।

- মর্তুজা ফারুক রুপক

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিদর্শনে এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়াতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পিকনিকের আয়োজন করা হয়।
বুধবার দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের খেলা ধুলা মধ্যহ্ন ভোজের অয়োজন ছিল।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শেখ আনিছুজ্জামান লুইজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মাদ সাহিদুজ্জান খোকন।

এসময় সংসদ সদস্য তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তাদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। বিদ্যালয়টির প্রবেশ মুখে একটি রাস্তা দরকার। রাস্তাটি যাতে খুব দ্রুত নির্মান করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিবেন বলে কথা দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার কাউসিলর ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান (মদন), সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা শেখ শামসছদ্দীন, সহ-সভাপতি লাইলা আজুমানা আরা শিলা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুনন্নাহার,গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি সভাপতি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সস্পাদক নাজমুল হুদা বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা ওবাইদুর রহমান কমলসহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষকারা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা অংশ গ্রহন করে।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ৩২ নেতাকে অব্যাহতি

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় ও বিভিন্নভাবে বিতর্কিত ছাত্রলীগের ৩২ কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১ জনকে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ও ১১ জনকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেয়া হয়। শিগগির শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রলীগ নেতারা হলেন-সহসভাপতি : এসএম তৌফিকুল হাসান সাগর, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিএম শাহরিয়ার হাসান, হাফিজুর রহমান, এসএম হাসান আতিক; স্বাস্থ্য সম্পাদক: শাহারিয়ার ফেরদৌস; উপস্বাস্থ্য সম্পাদক: রাতুল সিকদার, শাফিউল সাজিব; উপপ্রচার সম্পাদক: সিজাদ আরেফিন শাওন; উপপাঠাগার সম্পাদক: রুশী চৌধুরী; সহসম্পাদক আঞ্জুমানারা অনু।

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা অব্যাহতি পাওয়া নেতারা হলেন- সহসভাপতি: তানজিল ভুঁইয়া তানভির, আরেফিন সিদ্দিক সুজন, আতিকুর রহমান খান, বরকত হোসেন হাওলাদার, শাহরিয়ার কবির বিদ্যুৎ, সাদিক খান, সোহানী হাসান তিথী, মুনমুন নাহার বৈশাখী, আবু সাঈদ (সাস্ট), রুহুল আমিন, রাকিব উদ্দিন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন তপু; দফতর সম্পাদক: আহসান হাবীব; ধর্ম সম্পাদক: তাজউদ্দীন; উপদফতর সম্পাদক: মমিন শাহরিয়ার, মাহমুদ আবদুল্লাহ বিন মুন্সী; উপসাংস্কৃতিক সম্পাদক: বিএম লিপি আক্তার, আফরিন লাবণী; সহ-সম্পাদক: সামিয়া সরকার, রনি চৌধুরী।
সূত্র: যুগান্তর

গাংনীতে সমঝোতায় একই স্থানে পৃথক সমাবেশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে বাসস্ট্যান্ড বাজারে শহীদ রেজাউল চত্বরে দু’পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম এসে পরিস্থিতি শান্ত করলেও দু’পক্ষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ থাকে।

শান্তি শৃংখলার মধ্যে দিয়ে বিজয় দিবসটি যাতে পালন করা যায় সে লক্ষ্যে দুপুরে জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গণি ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের কার্যালয়ে আসেন।

তারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

আরো পড়ুন:গাংনীতে বিজয় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের উত্তেজনা
আলোচনায় দু’পক্ষের সম্মতিতে একই স্থানে পৃথক সময়ে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা করতে একমত পোষন করেন।

ফলে ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ৮টা থেকে ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত উপজেলা আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা করার পর পৌর আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এ সময় সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান, সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলি সহ আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিৎ ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে বিজয় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের উত্তেজনা

বিজয় দিবস পালনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও পৌর আওয়ামী লীগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

রবিবার সকাল ৮টার দিকে পৌর আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা গাংনী বাজারে শহীদ রেজাউল চত্বরে পতাকা টাঙ্গানোর জন্য প্লাস্টিকের পাইপ পুততে গেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এসে পাশেই তারাও পাইপ পুতার প্রস্তুতি নেয়। এ ঘটনায় দু’পক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয় বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে সকাল ১১ টার দিকে দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়।
পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার আগেই পুলিশ এসে পরিবেশ শান্ত করেন।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু সাংবাদিকদের জানান, প্রতিবছরই এখানে আওয়ামী লীগের ব্যানারে বিজয় দিবস ও অন্যান্য দিবস পালন করে থাকি। এবছর বিজয় দিবসের আগে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ বাসভবনে ১০ থেকে ১৫জন লোকজন নিয়ে প্রস্তুতি সভা করে। সেখানে আমাদের জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি।

আনারুল ইসলাম বাবু আরও বলেন আমরা মুজিব সৈনিক জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাজনীতি করে আসছি। আমরা বিজয় দিবস পালন করবনা এটা হয়না। তাই জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে কথা বলে আমরা পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিজয় দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়েছি। তারই ধারাবহিকতায় আমরা মঞ্চ পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এরই মধ্যে এমপি খোকনের লোকজন এসে আমাদের অনুষ্ঠান বানচাল করার উদ্দেশ্য উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরী করে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা জানান, এর আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভায় তাদের ডাকলেও তারা আসেনি। এ কারণে এ বার তাদের ডাকা হয় নি। তবে উদ্ধুব্ধ পরিস্থিতি

সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও জেলা আওয়ামীলীড়ের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সাথে কথা বলে এর সমাধান করা হবে।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, উপজেলা আওয়ামীলীগ ঘরের মধ্যে প্রস্তুতি সভা করেছে কিন্তু কাউকে ডাকেনি। যেটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভুত। বিজয় দিবসের মত একটি অনুষ্ঠান অবশ্যাই পালন হবে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল

যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ সংগঠনটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মাইনুল হোসেন খান নিখিল। আগামী তিন বছর তারা সংগঠনটির দায়িত্ব পালন করবেন।

শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের ৭ম কংগ্রেস শেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে তাদের নাম ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

পরশ যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির বড় ছেলে। এছাড়া নিখিল ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন নিখিল।

তৃণমূল থেকে উঠে আসা এ যুবনেতা বৃহত্তর লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে জড়ান। পরে মিরপুরে ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক থেকে মহানগর ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। ধার্মিক ও পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে তার ক্লিন ইমেজ রয়েছে।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন গতকাল বুধবার বিকাল ৩ ঘটিকার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চত্তরে অনুষ্ঠিত হয়।
কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ০১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।
বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রহমতুল্লাহ, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু, অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজ্রু রহমান মঞ্জু। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, গোলাম ফারিক আরিফ। কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ডা. ফজলুল হক, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বিপু, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রিপন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, যুগ্ম সম্পাদক শরীফ রতন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি রুবাইত বিন আজাদ সুস্থির, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারণ

সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি রমজান, সাধারণ সম্পাদক ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সহ-সভাপতি তুহিন, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, ফরহাদ হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি।
পরে সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহারকে সভাপতি ও কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সরোয়ার হোসেন কে সাধারণ সম্পাদক করে নাম ঘোষণা করা হয়।

-কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি